ইত্তেফাক ৩০/৪/৮১

032

প্রাথমিক শিক্ষা ও ভোগ্যপণ্য সরবরাহ বিল পাস

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর অনুপস্থিতির জন্য ৩য় পাঠের সময় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব পেশ না করার দরুণ গতকাল (বুধবার) জাতীয় সংসদে 'প্রাথমিক শিক্ষা বিলের '৮১' আলোচনা এক পর্যায়ে স্থগিত রাখিয়া দিনের পরবর্তী বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়। পরে অবশ্য অনুপস্থিতির জন্য প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান দুঃখ প্রকাশ করিয়া বিলটি পুনরায় সংসদে পেশ করিলে আলোচনার পর কণ্ঠ ভোটে গৃহীত হয়। ইহাছাড়া গতকাল 'বাংলাদেশ ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সংস্থা (রহিতকরণ) বিলটি' ও গৃহীত হয়।

সন্ধ্যা ৭টায় অধিবেশন শুরু হইলে দিনের কর্মসূচী অনুযায়ী ডেপুটি স্পীকার জনাব সুলতান আহমদ চৌধুরী ৩য় পাঠের জন্য 'প্রাথমিক শিক্ষা বিল '৮১' প্রস্তাব পেশ করিতে বলেন। কিন্তু তখন শিক্ষামন্ত্রী তথা প্রধানমন্ত্রী সংসদে উপস্থিত ছিলেন না। ২/৩ জন প্রতি ও উপ মন্ত্রী ছাড়া অন্য কোন মন্ত্রীও সংসদে উপস্থিত ছিলেন না। ডেপুটি স্পীকার কয়েকবার আহ্বান জানানোর পরও কেহ প্রস্তাব পেশ না করায় তিনি পরবর্তী কর্মসূচী 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল' পেশ করিতে বলেন। কিন্তু একই কারণে এ বিলটি উত্থাপিত না হওয়ায় ডেপুটি স্পীকার সংসদে উপস্থিত বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী চৌধুরী তানভীর আহমদ সিদ্দিকীকে তাঁহার 'বাংলাদেশ ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সংস্থা (রহিতকরণ) বিল' উত্থাপন করিতে বলিলে জনাব সিদ্দিকী উহা উত্থাপন করেন। এ বিলের উপর আলোচনা শুরু হইলে প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান ও অন্যান্য কয়েকজন মন্ত্রী সংসদে উপস্থিত হন। বিরোধীদলীয় নেতা জনাব আসাদুজ্জামান খান বলেন, এইভাবে সংসদ চলিতে পারে না। ইহা একটি খারাপ নজীর তিনি প্রাথমিক শিক্ষা বিলটি

(৮ম পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

প্রাথমিক শিক্ষা বিল পাস

(১ম পৃঃ পর)

পুনরায় উত্থাপন করিতে বলেন। প্রধানমন্ত্রী তখন অনুপস্থিতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

'বাংলাদেশ ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সংস্থা (রহিতকরণ) বিল'-এর উপর আলোচনাকালে বিরোধী দলীয় সদস্যগণ বলেন, লোকসানের ধুয়া তুলিয়া কোন সংস্থাকে ব্যক্তিমালিকানায় ছাড়িয়া দেওয়ার কোন অর্থ হয় না।

উল্লেখ্য, ন্যায্যমূল্যে ভোগ্যপণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সনে 'বাংলাদেশ ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সংস্থা' গঠন করা হয়। আনীত বিলে সংস্থাটিকে বেসরকারী মালিকানায় ছাড়িয়া দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে।

বিলের উপর আলোচনা করেন আওয়ামী লীগের (হাসিনা) জনাব এ, বি, এম, তাহের আলী, এডভোকেট আসাদুজ্জামান, এডভোকেট সিরাজুল ইসলাম, জনাব সালাহ উদ্দীন ইউসুফ, জাতীয় লীগের অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম, একতা পার্টির মিঃ সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জনাব রাশেদ খান মেনন, মুসলিম লীগের জনাব আলমাস হোসেন, জাসদের জনাব গোলাম মোস্তফা প্রমুখ।

প্রতিমন্ত্রী জনাব তানভীর আহমদ সিদ্দিকী বিলটির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন।

প্রাথমিক শিক্ষা বিলের উপর সকালের অধিবেশনে আলোচনাকালে বিরোধীদলীয় সদস্যগণ বলেন, শিক্ষকদের মহাবিক্ষোভের জন্য সরকার নতি স্বীকার করিয়া এই বিলটি আনয়ন করিয়াছেন। কিন্তু এই বিলেও শিক্ষকদের ধোঁকা দেওয়া হইয়াছে।

জবাবে প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান বলেন, 'প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলনের মাধ্যমে বিরোধীদল সরকারের পতন চাহিয়াছিল। কিন্তু তাহারা ব্যর্থ হইয়াছে এবং শিক্ষকগণ এখন আমাদের সহিত আছেন।